

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
সেতু বিভাগ  
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ), উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ২১/০৮/২০০৮।

সময় : দুপুর ১২:৩০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি, মেজর জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ), মাননীয় উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মিলিত সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব সি কিউ কে মুসতাক আহমদ সভার আলোচ্যসূচী ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুতে ৯১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের উপর আলোকপাত করা হয় এবং উক্ত কার্যবিবরণীতে সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না সে বিষয়ে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চাওয়া হলে কোনও সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অঙ্গতি অবহিতকরণ।

নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গত ০৭/০৫/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের অঙ্গতি বিস্তারিতভাবে সভায় সদস্যবৃন্দের অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩ : ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প-এর বিপরীতে বাসেক এর নিজস্ব তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহ।

আলোচনা :

উল্লেখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর-এর আওতাধীন একটি মন্ত্রণালয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুকূলে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ২০০.০০ কোটি টাকা। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১২৫.৮০ কোটি টাকা। তব্বিধে প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৬০.০০ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে “পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প” এর অনুকূলে ৬৪.৮০ কোটি টাকা এবং “পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের বিস্তারিত নক্তা প্রণয়ন সমীক্ষা” প্রকল্পের অনুকূলে ৬১.০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

৩.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শুরু করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। চলতি অর্থ বছরেই (২০০৮-২০০৯) জমির মূল্য বাবদ

ক্ষতিগ্রস্তদেরকে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে বলে ধারণা করা যায়, তাই প্রাকলিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থের সংস্থান এ বছরই করতে হবে, অন্যথায় ভূমি অধিগ্রহণের আইনী প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করতে হবে। যার ফলে ব্যয় আরও বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কারণে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে গত ১৪/৫/২০০৮ ও ২৫/৫/২০০৮ তারিখে অর্থ বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগে ডি.ও. পত্র দেয়া হয়। জবাবে অর্থ ১৪/৫/২০০৮ ও ২৫/৫/২০০৮ তারিখের পত্র মারফত পদ্মা বহমুখী সেতু বাস্তবায়নের বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক শুরুত্ব দিয়ে বিভাগের ২২/৫/২০০৮ তারিখের পত্র মারফত পদ্মা বহমুখী সেতু বাস্তবায়নের বিষয়টির প্রতি অনুকূলে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অপেক্ষাকৃত কম শুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেতু বিভাগের অনুকূলে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের অপেক্ষাকৃত কম শুরুত্বপূর্ণ কোন প্রকল্পের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সেতু বিভাগের অনুকূলে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সিলিং বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু সড়ক ও রেলপথ বিভাগ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সিলিং বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু সড়ক ও রেলপথ বিভাগ ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সিলিং বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের পত্রে সরকারের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে অপরাগতা প্রকাশ করে এবং অর্থ বিভাগ ৯/৬/২০০৮ তারিখের পত্রে সরকারের অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে বর্তমান আজ্ঞানীয় সম্পদ পরিস্থিতি বিবেচনা করে এমৃত্তে অর্থ বিভাগ হতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

৩.৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ গত ৫/৬/২০০৮ তারিখে পত্র মারফত ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে পদ্মা বহমুখী সেতু প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দের (৬৪.৮০ কোটি টাকা) অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের করা যেতে পারে মর্মে মতামত দিয়েছে। একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পদ্মা বহমুখী সেতু প্রকল্পের ডিপিপি-তে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ৩২০.০০ কোটি টাকা এবং পুনর্বাসন খাতে ৩০৬.০০ কোটি টাকার সংস্থান আছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ইতোমধ্যে পুনর্বাসন খাতে ৩০৩.০০ কোটি টাকার সংস্থান আছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩৪.৭৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের অর্থ ৩৪.৭৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে এবং ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দের অর্থ ৩৪.৭৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কেবলমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ২০০৮-২০০৯ হতে এ খাতে প্রায় ৬২.৫০ কোটি টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হবে। কেবলমাত্র ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ২০০৮-২০০৯ এখন নির্বাহী পরিচালক সভায় মত প্রকাশ করেন।

৩.৪। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিতি প্রতিনিধিগণ ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের দণ্ডের হতে প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব পাওয়ার পর তা বোর্ড সভায় অনুমোদিত অর্থের অতিরিক্ত হলে উক্ত অর্থ পরিশোধের পূর্বে বোর্ড সভার অনুমোদন গ্রহণের উপর শুরুত্ব আরোপ করেন।

৩.৫। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত ৪

২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে উক্ত বরাদ্দ থেকে সমন্বয় করা হবে শর্তে পদ্মা বহমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে আপোতত: সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে ২৩৩.০০ কোটি টাকা নির্বাহের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। তবে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ সংশ্লিষ্ট জেলা (দুইশত তেত্রিশ) কোটি টাকা নির্বাহের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। তবে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ সংশ্লিষ্ট জেলা (দুইশত তেত্রিশ) কোটি টাকা নির্বাহের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। তবে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ সংশ্লিষ্ট জেলা (দুইশত তেত্রিশ) কোটি টাকা নির্বাহের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। অতিরিক্ত হলে উক্ত অর্থ পরিশোধের পূর্বে অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

**আলোচনাসূচি-৪ :** পদ্মা বহমুখী সেতুর বিস্তারিত নক্সা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের বিষয়ে  
**গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ।**

#### আলোচনা ৫

পদ্মা বহমুখী সেতুর বিস্তারিত নক্সার পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের অঙ্গগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, ৫টি Short listed প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন শেষে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রথমে উক্ত



প্রতিষ্ঠানসমূহের Ranking সহ তালিকা প্রেরণ করে। পরবর্তীতে সেতু বিভাগের পত্রের প্রেক্ষিতে এডিবি ১৩/৮/২০০৮ তারিখে বিস্তারিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করেছে। নির্বাহী পরিচালক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের ranking এর বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ :

Rank	Name of Consultant	Score
1	Maunsell Ltd. Aecom, NZL	882.72
2	Nippon Koei Co. Ltd., JPN	873.33
3	High-Point Rendel, UKG	855.53
4	T.Y.Lin International Group Ltd., USA	791.35
5	OVE Arup & Partners International Ltd., CES, HKG	770.10

৪.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত কারিগরী প্রস্তাবের কপিসমূহ Local Panel of Experts (PoE) এর সম্মানিত সদস্যগণ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মূল্যায়নে ranking একই পাওয়া যায়। তবে সর্বমোট প্রাণ্ড নম্বরে কিছুটা কম-বেশী হয়েছে। Evaluation Sub-criteria কিছুটা ভিন্ন হওয়ার কারণে Score এর সামান্য তারতম্য হতে পারে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর ranking এবং Local Panel of Experts (PoE)-দের ranking একই রকম হওয়ায় মূল্যায়ন যথাযথ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। নির্বাহী পরিচালক PoE-এর সম্মানিত সদস্যগণ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে মূল্যায়নের ফলাফল সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ :

Rank	Name of Consultant	Score
1	Maunsell Ltd. Aecom, NZL	912.96
2	Nippon Koei Co. Ltd., JPN	895.48
3	High-Point Rendel, UKG	887.43
4	T.Y.Lin International Group Ltd., USA	839.84
5	OVE Arup & Partners International Ltd., CES, HKG	815.06

৪.৩। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার অনুমোদনের প্রেক্ষিতে কারিগরী মূল্যায়নে সর্বোচ্চ র্যাংককৃত প্রতিষ্ঠানের নিকট আর্থিক প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে এবং 'সেপ্টেম্বর' ০৮ মাসের ১৮ তারিখে আর্থিক প্রস্তাব নেগোসিয়েশনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া নেগোসিয়েশনের জন্য সেতু বিভাগ, সেতু কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নেগোসিয়েশন চলাকালীন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এর একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এবং এজন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের একজন বিশেষজ্ঞ শৈঘৰই বাংলাদেশে আসবেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ র্যাংককৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন ব্যর্থ হলে র্যাকিং এ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন করা হবে বলে সভায় জানানো হয়। নির্বাহী পরিচালক কারিগরী মূল্যায়নের ফলাফল সভায় তুলে ধরে পদ্মা বহুযুক্তি সেতুর বিস্তারিত নক্ষা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে অবহিত করেন।

**আলোচ্যসূচি-৫ :** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুকুর, বরোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি লীজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা অনুমোদন।

**আলোচনা :**

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুকুর, বরোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি লীজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশিকা উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গত ০১/০১/২০০৮



তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নীতিমালার পরিবর্তে খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত উক্ত খসড়া নির্দেশিকা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভায় অনুরোধ জানান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামা বিভাগের সদস্যসহ উপস্থিতি প্রতিনিধিগণ খসড়া নির্দেশিকার উপর নিম্নরূপ সংশোধনীর প্রস্তাব করেনঃ

- অনুচ্ছেদ-৪.২: কখন অর্থ আদায় করা হবে তা উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৪.৬: “সরকারের বিরুদ্ধে কোন মামলা রঞ্জু ও ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন না” এর পরিবর্তে “এ আদেশের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন মামলা রঞ্জু ও ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন না” উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৪.৯: দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি স্থানীয় কমপক্ষে একটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৪.১০: “সর্বোচ্চ দরদাতা” এর পরিবর্তে “Responsive সর্বোচ্চ দরদাতা” উল্লেখ করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৪.১৫: প্রথম লাইন সংশোধন করা যেতে পারে;
- অনুচ্ছেদ-৮: আবাসিক-এর প্রবেশ পথ হিসাবে প্রস্তাবিত ইজারা ফি কমিয়ে পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে বাত্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় ইজারা ফি পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে নির্দেশিকায় যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করার বিষয়টি নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

## ৫.২। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

### সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত/পতিত জমি, পুকুর, বরোপিট, জলাশয়, পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি লৌজ/ইজারা প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা উপরিলিখিত অনুচ্ছেদ ৫.১-এ বর্ণিত মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হ'ল।

আলোচ্যসূচি-৬ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমি বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বরাদ্দ দেয়ার সক্ষে প্রণীত নির্দেশিকা অনুমোদন।

### আলোচনা :

উল্লেখিত আলোচ্যসূচীর বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যমুনা সেতুসহ বর্তমানে নির্মাণাধীন এবং ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সেতু এলাকায় বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড/ইউনিপোলসহ অন্যান্য বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বরাদ্দ দেয়ার সক্ষে গঠিত কমিটি সরেজমিনে যমুনা সেতু এলাকা পরিদর্শন করে খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। সাধারণতও সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জায়গা ভাড়া দিয়ে থাকে। তাই প্রস্তাবিত নির্দেশিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিজ্ঞাপন নীতিমালা ও ভাড়ার হারকে বিবেচনায় রেখে নির্দেশিকার শর্তাবলী এবং ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হয়েছে। যমুনা সেতুর উভয় পাড়ের গোলচতুর হতে টেল প্লাজা পর্যন্ত সড়কের আইল্যান্ডসহ উভয় পার্শ্বে সৌন্দর্যবর্ধন কাজের আওতায় আনার জন্য এই নির্দেশিকাটি প্রণয়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৬.২। নির্বাহী পরিচালক আরোও উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তথা রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান, বিভিন্ন মিশনের প্রতিনিধি, উচ্চ পদস্থ সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ প্রায়ই সেতু এলাকায় ভ্রমন করে

থাকেন। আউট সোর্সিং তথা বিজ্ঞাপনের জন্য ভাড়া এইচাদের মাধ্যমে সেতু এলাকার সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করা হলে থাকেন। একদিকে যেমন যমুনা সেতু তথা দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, তেমনি সরকারের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ দখলমুক্ত রাখা সম্ভব হবে। যোগাযোগ মञ্জুগালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর খালি জায়গা জমি/স্থাপনা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ভাড়া দিয়ে প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় করে থাকে।

### ৬.৩। আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

#### সিদ্ধান্ত :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জমি ও স্থাপনা অঙ্গুয়াভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া নির্দেশিকায় ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত করা হ'ল।

**আলোচ্যসূচি-৭ :** যমুনা বহুমুখী সেতু সংলগ্ন সেনানিবাস এলাকায় নদী ভাঙন রোধকরণ, সেতু এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক Power Point Presentation.

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রথমেই যমুনা সেতু ও তৎসংলগ্ন এলাকার Hydrological এবং Morphological বিষয় Power Point Presentation এর মাধ্যমে উপস্থাপন করে উল্লেখ করা হয় যে, যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ের গাইড বাঁধের উজানে সেনানিবাস এলাকায় নদীর তীর ভাঙনের ফলে bank line ২০০৫ হতে ২০০৭ সালের মধ্যে প্রায় ৫০০ মি. ভিতরের দিকে সরে গেছে। এর মধ্যে ২০০৫ সালে ২৯৯ মি., ২০০৬ সালে ৩৮ মি. এবং ২০০৭ সালে ১৬৯ মি। প্রত্বিত সেনানিবাস এলাকার সীমানা থেকে নদী তীরের দূরত্ব মাত্র ২৬০ মি। অন্যদিকে Institute of Water Modelling (IWM) এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০০৮ সালে উক্ত bank line ৮০-১০০ মি. পর্যন্ত ভিতরের দিকে সরে যাবে। বিষয়টি গাইড বাঁধ এবং সেনানিবাস এলাকার জন্য হৃষকিস্বরূপ বিবেচনায় জরুরী ভিত্তিতে নদীভাঙন প্রতিরোধের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। আলোচনায় সেতু কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে চলমান নদীভাঙন যমুনা সেতুর গাইড বাঁধের জন্য হৃষকিস্বরূপ নয় যদে জানানো হয়। তাছাড়া নদীভাঙন এলাকা যমুনা সেতু এলাকার বাইরে অবস্থিত, তাই এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই সমীচীন হবে। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পানি সম্পদ মञ্জুগালয়ের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, পানি উন্নয়ন বোর্ডের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বাংসরিক বরাদ্দ মাত্র ১-১.৫০ কোটি টাকা, যা দিয়ে উক্ত ভাঙন প্রতিরোধের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিষয়টির শুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নদী গবেষনা ইনসিটিউট এবং IWM এর কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে একটি সভা করে করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ একমত প্রোষণ করেন।

৭.২। যমুনা সেতু এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অঙ্গুয়া এবং স্থায়ী ভিত্তিতে তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে ২য় PowerPoint Presentation উপস্থাপন করে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, যমুনা সেতু এলাকায় প্রত্বিত সেনানিবাসে যাতায়াতের জন্য ২.৯১ একর, সেনানিবাস এলাকার জন্য ১৫.৯১ একর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নৌযানসমূহ নিরাপদে রাখার জন্য ২০.৩৩ একর, সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য উভয় পাড়ের গাইড বাঁধ এলাকায় ৬০ একরসহ মোট ১৯.১৫ একর জমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট অঙ্গুয়া ভিত্তিতে ব্যবহারের (Right of use) অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে সেতু কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী উক্ত জমি ছেড়ে দিবে বলে সভায় জানানো হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী Harbour এলাকার পূর্বে ৯.৮৮ একর, Casting Yard এলাকায় ৬.৯১৫ একর,

Harbour এবং BBA Workshop এর উভয়ে ২২.৭৪৫ একর এবং যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ে রেল লাইনের উভয়ে ২০.৭৪৫ একরসহ মোট ৬০.২৮ একর জমি স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীর নামে হস্তান্তরের প্রস্তাব করে। সভায় উপস্থিত বোর্ড সদস্যগণ অধিগ্রহণকৃত জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের বা পরিচালনা বোর্ডের এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন।

### ৭.৩। আলোচনাতে সভায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

#### সিদ্ধান্তঃ

- ক) যমুনা সেতু সংলগ্ন সেনানিবাস এলাকার ভাসন প্রতিরোধের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে পরিকল্পনা কমিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নদী গবেষনা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নদী গবেষনা ইনসিটিউট এবং Institute of Water Modelling (IWM) এর কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে সভা আয়োজনের বিষয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- খ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যমুনা সেতু এলাকায় তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী হস্তান্তরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জমির প্রস্তাব (অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ উল্লেখপূর্বক) প্রণয়ন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগে প্রেরণ করবে।

সময় স্বল্পতার জন্য আলোচ্যসূচি-৮ : “পদ্মা বহমুখী সেতুর ভিন্ন নামকরণের প্রস্তাব” এবং আলোচ্যসূচি-৯ : “পদ্মা বহমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সম্পদ যোগানের লক্ষ্যে পদ্মা বহমুখী সেতু-কে কোম্পানীতে রূপান্তর করা প্রসঙ্গে” সভায় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এই আলোচ্যসূচীগুলো পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : /০৯/২০০৮

১৫  
(মেজের জেনারেল গোলাম কাদের (অবঃ)  
উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও  
চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

২১ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের  
৯২তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
	প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী	অ
১.	প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী	১
২।	বি. উ. বি. বি. বি. বি. বি. বি.	প্রধানমন্ত্রী	২
৩।	বি. উ. বি. বি. বি. বি. বি. বি.	প্রধানমন্ত্রী	৩
৪.	প্রধানমন্ত্রীর পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী	৪
৫.	বি. উ. বি. বি. বি. বি. বি. বি.	বিমান বিমান পরিচয়	৫
৬.	Brig. Gen. Hameedul Haque	প্রধানমন্ত্রী (Army) অফিস	৬
৭	ক্ষেত্র অধিদুর্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী স্কুল	৭
৮	ক্ষেত্র অধিদুর্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী অফিস	৮
৯	ক্ষেত্র অধিদুর্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী অফিস	৯
১০	ক্ষেত্র অধিদুর্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী অফিস	১০
১১.	ক্ষেত্র অধিদুর্ব বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি পরিচয়	প্রধানমন্ত্রী অফিস	১১
১২.	Lt Col Shakil Ahmed Biswas.	৫ RE Bn, JMBSS.	১২
X			

১ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের  
 ৯২তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১.	(শে: মানসুন্দর আহমেড- জাফর)	ইমেরিট	
২.	ড. এম. ইতেফাক হোসেন	মন্ত্রী চিন্তা	
৩.	(মেহেমান মহমেদ গোচৰ)	ক্ষেত্ৰী ও স্থানীয় সম্পর্ক বিভাগ	
৪.	(শে: শফিউল ইকবেল জাফর-জাফর)	দ্রুমি বিভাগ	
৫.	বৈজ্ঞানিক কেন্দ্ৰ - পুঁজি-কেন্দ্ৰ	অধূন কৌশল - পুঁজি	
৬.	মন্ত্র্যুদ্ধ কোর্ট পুঁজি কেন্দ্ৰ	মন্ত্র্যুদ্ধ কোর্ট পুঁজি কেন্দ্ৰ	
৭.	ড. এম. আব্দুল জিয়া	মন্ত্রণালয় / পুঁজি কেন্দ্ৰ জি. এস. এস. (সুবেদা)	 23-6-08
৮.	(শে: বুবুক ফিল	মন্ত্রণালয়	 27/7/2008
৯.	বেঙ্গল অবদুর রহমান অব্দুল মাজিদ কেন্দ্ৰ (সুবেদা)	মন্ত্রণালয়	 27/7/2008
১০.	(শে: মুজুব ইসলাম কেন্দ্ৰ: পুঁজি কেন্দ্ৰ)	মন্ত্রণালয়	 27/7/2008
১১.	(শে: মুনির খান কেন্দ্ৰ: পুঁজি)	মন্ত্রণালয়	 27/7/2008
১২.	শে: আব্দুল কোর্নেল কেন্দ্ৰ: পুঁজি (পুঁজি কেন্দ্ৰ)	মন্ত্রণালয়	 27/7/2008
১৩.			
১৪.			
১৫.			